গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd.

স্মারক নং-৪৬.০৪৬.০২৭.০০.০০.০১৯.২০১৪-২৬২ তারিখ : ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

বিষয় : দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ।

সূত্র : জনাব মোঃ আঃ রহমান লিটন, বাংলা হিলি, হাকিমপুর, দিনাজপুর, জনাব মোঃ শাহীনুর রেজা শাহীন, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান, হাকিমপুর, দিনাজপুর ও অন্যান্য স্বাক্ষরিত আবেদন; তারিখ : ০৬ জানুয়ারি, ২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মোঃ আঃ রহমান লিটন, বাংলা হিলি, হাকিমপুর, দিনাজপুর, জনাব মোঃ শাহীনুর রেজা শাহীন, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান, হাকিমপুর, দিনাজপুর ও অন্যান্য স্বাক্ষরিত আবেদন পত্রের ছায়ালিপি এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। আবেদনপত্রে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিন তদন্ত করে সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : ০২ (দুই)....পাতা।

28/02/2016
(ড. জুলিয়া মঈন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৬২২৪৭

জেলা প্রশাসক
দিনাজপুর।

অনুলিপি :
কম্পিউটার প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
গ্রহণ ও প্রেরণ শাখা
0 6 JAN 2016
ডায়েরী নং 852

6/1/16

বরাবর,

মাননীয় সচিব

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

.... তারিখ
কার্যার্থে প্রেরিত হলো।
(প্রশাসন)
(উপজেলা)
(অডিট)
অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ

বিষয় : হাকিমপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দুর্নীতি প্রসঙ্গে।

জনাব,

যথাযথ সম্মান পূর্বক নিবেদন এই যে, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীবৃন্দ অভিযোগ করছি যে, আমরা দীর্ঘদিন যাব দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। রাজনীতি, সমাজসেবা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ব্যবসাসহ অনেক কিছু অতি দুঃখ ও ক্ষোভের সাথে জানাচ্ছি যে, বর্তমান হাকিমপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মক জনাব আজাহারুল ইসলাম যোগদানের পর থেকে আমরা হাকিমপুর বাসি আতংকিত। সে এমন কোন কাজ নে যে টাকা ছাড়া করে। সহকারী কমিশনার(ভূমি) না থাকায় সে এসি ল্যান্ড এর দায়িত্ব পালন করে আসছে। জ খারিজ, পুকুর লিজ, খাস জমি বিতরণ, গুচ্ছগ্রাম তৈরি, হাট-বাজার লীজ, আদিবাসী বিভিন্ন প্রকল্প, খাসমহল হ ও বাজারে দোকান, চল্লিশ দিনের কর্মসূচী, এডিপি হতে বিভিন্ন ভূয়া প্রকল্প, অফিসার ক্লাবে ভূয়া প্রকল্প, বিভি ঠিকাদারী কাজ, মোবাইল কোর্ট, নিলাম, বিভিন্ন জাতীয় দিবসে বিশাল চাঁদাসহ আরো বেশ কিছু বিষয় আ যেগুলোতে সে প্রকাশ্যে টাকা দাবি করে, যে টাকা দেয় তার কাজ হয়, টাকা দিতে অনিহা করলে কাজ হয় ন আরো উল্টো তাকে বিপদে ফেলে, এই হলো বর্তমান ইউএনও'র অবস্থা। উনি প্রশাসনের তথা সরকারে ভাবমূর্তী ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন করছে। সে সরকারের সকল কর্মকাণ্ড দায় সারাভাবে পালন করে।

নিম্নে তাহার দুর্নীতির কিছু ফিরিস্তি তুলে ধরা হলো:

আদীবাসীদের বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আত্মসাত- সে গত তিন বছর সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত আদিবাসীদের ম উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প যেমন সেলাই মেশিন প্রকল্প, দুগ্ধ খামার প্রকল্প, ভ্যান বিতরণ, টয়লেট নির্মা টিউবওয়েল বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদানে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার ৭৫% আত্মসাত করেছে। সে সকলের চোখে ধু দিয়ে একা একা চুপ করে অল্প কিছু কাজ করে টাকা আত্মসাত করে। ইতিমধ্যে আদীবাসীদের মধ্যে ব্যাপ ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এতে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কাজে সে বাধা সৃষ্টি করে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে, তদ সাপেক্ষে ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করছি।

খাসমহল, হাট ও বাজার দোকানের লাইসেন্স এর নামে টাকা গ্রহণ- সে হিলি খাস মহল হাট ও বাজারে বিভি ব্যবসায়িক ব্যাপক হয়রানী করে আসছে। ব্যবসায়িক দোকানের লাইসেন্স করতে গেলে সে বিশাল ফিরিস্তি ধ দেয়, ডিসি সাহেবের ১০ হাজার, তার ১০ হাজার, অফিসের অন্যান্য জনের ১০ হাজার মোট ৩০ হাজ অতিরিক্ত টাকা দিয়ে লাইসেন্স করতে হয়। বাজারের কোন দোকানের ছোট খাটো কোন কাজ করতে গেলে যে টিন পাল্টানো, মেঝে সংস্কার, বাঁশের কোন কাজ এসব করার জন্য ইউএনও এর সাথে দেখা করে ১০ হাজ থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত উৎকোচ দিয়ে কাজ শুরু করতে হয়, না দিলে সে নিজে এসে সব কিছু লাথি দি ভেংগে দেয়। ভাংগার পরে তার অফিসে গিয়ে দেখা করলে পরের দিন কাজ শুরু হয়ে যায়। হাট বাজারের সক ভূক্তভোগী তদন্ত করলে আরো খোলাসা হবেন। তাকে নাকি প্রতি মাসে জেলা প্রশাসককে টাকা পাঠাতে হয়।

এডিবি হতে ভুয়া প্রকল্প দেখিয়ে টাকা আত্মসাত- সে প্রতি বছর এডিবি হতে ভুয়া প্রকল্প করে টাকা আত্মস করে ক্রীড়া, সংস্কৃতি বাবদ বরাদ্দ দিয়ে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বাবদ কোন খরচ না করে সমস্ত টাকা আত্মসাত ক যাহা ক্রীড়া ও সংস্কৃত কমিটির কাছে তদন্ত করলে জানা যাবে। সে গত ১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিবি শেষ বিদে

বিভিন্ন জাতীয় দিবসের নামে ব্যাপক চাঁদাবাজী- সে অপেক্ষায় থাকে জাতীয় দিবসগুলো করে আসছে। সে জাতীয় দিবসগুলো সামনে রেখে যেমন স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, অন্যান্য দিবসে ব্যাপকভাবে চাঁদাবাজী করে প্রায় ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকা। চাঁদা না দিলে সে হুমকি প্রদান করে যে, মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিব, মানুষ তার ভয়ে চাঁদা দিতে বাধ্য হয়। চাঁদা আদায় করে খরচ কত করে তা কেউ জানে না। জিজ্ঞাসা করলে বলে আমার অনেক খরচ, উপরেও দিতে হয়। বিষয়টি অর্থ সংগ্রহ উপ-কমিটির সদস্যদের কাছে জানতে পারবেন বিশেষ করে অর্থ উপ-কমিটির আহ্বায়কসহ অন্য সদস্যদের কাছে। এতে সকলের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

সরকারী গাছ কর্তন- বিভিন্ন রাস্তার পার্শ্বের সরকারী গাছ বিশেষ করে ঝড়ে পড়ে যাওয়া অনেক দামী গাছ সে কেটে এনে নিজের আসবাব পত্র তৈরি করেছে এবং বিক্রি করেছে। পূর্বের সংগ্রহকৃত অনেক গাছ সে গোপনে বিক্রি করেছে।

জমির নামজারি- সে প্রতিটি নামজারিতে ৩,৫০০/- টাকা থেকে শুরু করে ১,০০,০০০/- টাকার অধিক পর্যন্ত গ্রহণ করে। নিজে নিজে সমস্যা সৃষ্টি করায় আর তহসিলদারকে দিয়ে অযথা সমস্যা সৃষ্টি করায়ে মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করে নেয়, মানুষ বিপদে পড়ে টাকা দিতে বাধ্য হয়, যাহার সাক্ষ্য প্রমাণ অনেক আছে।

গুচ্ছগ্রাম তৈরি- সে আলীহাট ইউপিতে গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প কাজ শুরু করে, এতো নিম্ন মানের সরঞ্জাম দিয়ে তৈরি করেছে, যা এখনি নষ্ট হতে চলেছে। সে উক্ত কাজ করতে কারো সাথে পরামর্শ না করে একা একা গুচ্ছ গ্রামটি তৈরি করেছে। কারণ হিসাবে জানি আলাপ আলোচনা করলে সে অর্থ আত্মসাত ও নিম্ন মানের সরঞ্জামাদি দিয়ে তৈরি করতে পারবে না। তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

খাস জমি বিতরণ- ইউএনও ভূমিহীন নামে কিছু দালালদের সাথে সখ্যতা তৈরি করে টাকার বিনিময়ে খাস জমি বিতরণ করে সহযোগিতা করে তহসিলদার প্রতি বিঘা জমিতে সে ৫০,০০০/- থেকে ১,০০,০০০/- টাকা গ্রহণ করে, টাকা দিলে জমি পায় না দিলে ঝুলে রাখে।

খাস পুকুর লিজ- সে খাস পুকুর লিজ প্রদান করে প্রচুর টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। সরকারের কোষাগারে টাকা জমা প্রদান অল্প করে বাকী টাকা আত্মসাত করছে। উনি যোগদানের পর থেকে এই পর্যন্ত প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা সে আত্মসাত করেছে সরকারের। পুকুর লীজ যদি ১,০০০০০/- টাকার বিনিময়ে মৌখিকভাবে ঠিক করে কিন্তু সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করে ২০,০০০/- টাকা, বাকী ৮০,০০০/- টাকা আত্মসাত করে ইউএনও। তদন্ত করলে প্রমাণ পাবেন, অনেকে প্রমাণ দিতে প্রস্তুত।

এছাড়াও সরকারের চল্লিশ দিনের কর্মসূচিতে (নন ওয়েজ কষ্ট)- এর টাকা ব্যয় না করে উক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা আত্মসাত করেন, যা তদন্ত করলে এর সত্যতা পাওয়া পাবে।

উপরোক্ত দুর্নীতির বিষয়গুলি তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

এলাকাবাসীর পক্ষে

১। মোঃ [illegible] রহমান লিটন [illegible] 01710660[illegible]

২। মো: [illegible] 01712106634 [illegible]

৩। মো: কাহিনুর রেজা কাহান [illegible] 01712470162

৪। মোঃ সাজ্জাদুল জামান